রবীন্দ্রনাথ ও ওকাকুরা সান

অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়

দেশটির নাম একদা ছিল ভারতবর্ষ, এখন ভারত। তার একটি অঙ্গরাজ্য খণ্ডিত বাঙলা আজকের তার নাম 'পশ্চিমবঙ্গ'। সেই রাজ্যের মহানগরী কলকাতার ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে- আজ থেকে ১৪৬ বছর আগে। তবু তাঁর বিস্ময়কর, বিশাল ও বিরল প্রতিভার স্পর্শ আজও অনুভব করা যায়, দুই বাঙলার তো বটেই, সাধারনভাবে মানবজীবনের যে ক্ষেত্রে - প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষভাবে। তিনি যেমন সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতিজ্ঞ, সমবায় প্রথার সমর্থক ও পল্লী সংগঠক, প্রথামুক্ত, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানমনস্ক, দার্শনিক, আবার তেমনই গল্পকার, ঔপন্যাসিক, বিচিত্র কথা। সাহিত্যিক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, কবি এবং চিত্র শিল্পীও। তিনি চিরকালের আধুনিক ব্যাক্তিত্ব। মনিষী ও সাধকের মতো, ঋষির মতো তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে বহুমখী মানবজীবনের সামগ্রীক সত্য উন্মোচিত্ত আর ক্রান্তদর্শী স্রষ্টা কবি ও চিত্রকরের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে সৌন্দর্য় উদ্ভাসিত।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সত্য ও সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ৫২ বছর বয়সে এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার দিয়ে বিশ্বকবিরূপে সারা পৃথিবীর মানুষ বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর রচনায় মানবপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম ও অধ্যাত্মসাধনা প্রধান বিষয়। গজদন্তনির্মিত, বিলাসবহুল, জীবনবিমুখ সুউচ্চ মিনারে বসে শুধু স্বপ্নলোক রচনা তাঁর কাম্য নয়। 'দূরকে করিতে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই', মানুষকে দেখেছেন কাছ থেকে, শ্রদ্ধা করেছেন, ভালো বেসেছেন। দেশ - দেশান্তরের মানুষের সাথে মিলবার জন্য গিয়েছেন ইংল্যান্ডে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, ফ্রান্সে, ইউরোপের অন্য দেশে - দেশে, ইতালিতে, গ্রীসে, মিশরে, রাশিয়ায়, পারস্যে, ইরানে, ইরাকে, চীনে, মালয়-জাভা-বালিদ্বীপে, সিংহলে এবং অবশ্যই সুন্দরের ধ্যানমগ্ন জাপানে।

এই জাপানে তিনি ১৯১৬, ১৯২৪ এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনবার বিশ্বপথিকরূপে পরিক্রমা করেন। তবে এই ভ্রমণের আগেই কলকাতায় চারুকলা - অনুরাগী ওকাকুরা সান - এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ভারতে তিনি আসেন রবীন্দ্রনাথের প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য - আশ্রমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে ওকাকুরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, ''ওকাকুরার ব্যবস্থায় নব প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। [জাপান] আসেন হোরি সান সংস্কৃত ...সম্ভ্রান্ত সামুরাই বংশে তাঁহার জন্ম ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম ছাত্র তিনি।''

অন্যদিকে প্রথম সূর্য ওঠার দেশ জাপানের ফুকুইতে আদি নিবাস হলেও ওকাকুরা কাকুজোর জন্ম ইয়োকোহামায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী। তিনি ওকাকুরা তেনসিন নামেও পরিচিত। ওকাকুরা সান ছিলেন বিদগ্ধ পন্ডিত। জাপানে শিল্পকলা বিকাশে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। জাপানের বাইরে তাঁকে প্রধানত স্মরণ করা হয় 'দি বুক অফ টি' বইটির গ্রন্থকার - রূপে টোকিও ইম্পোরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিয়ে আর্নেষ্ট ফেনোল্লোসা -র কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাপানী চিত্রকলার শিক্ষালয় টোকিও বিভূৎসু গাক্কো-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হন। এক বছর পরে তিনি এই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধানরূপে নিযুক্ত হন। পরে প্রশাসনিক জটিলতায় বিতাড়িত হন। পরে তিনি আরও দুই বিশিষ্ট চিত্রকর হাসিমোতো গাহো এবং ইয়োকোইয়ামা টাইক্কান -এর সঙ্গে মিলিতভাবে নিহন বিজ্যুৎসুইন বা Japan Institute of Fine Art's স্থাপন করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইউলিযাম স্টারগিস বিগেলো তাঁকে বোস্টনের মিউজিয়াম এশিয়ান আর্টস ডিভিসন-এর প্রথম প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন।

ওকাকুরা 'মেইজি যুগ' -এর আন্তজাতিক চেতনাসম্পন্ন টোকিও ফাইন আর্টস্ স্কুল -এ (বর্তমানে টোকিও ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ ফাইন আর্টস্ এন্ড মিউজিক) -এর প্রথম বিভাগীয় অধ্যক্ষ (Dean) রূপে বৃত হন। পাশ্চাত্য রীতির অংকন পদ্ধতির আগ্রাসন থেকে ঐতিহ্যবাহী নিহোংগো রীতির অংকন পদ্ধতির পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রর্বতনে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য রীতির অংকন পদ্ধতির প্রভাব থেকে ভারতের নিজস্ব অংকন রীতিকে মুক্ত রাখার জন্য ১৯০৫ -এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ই.বি. হ্যাভেল পরিচালিত 'নিউ বেঙ্গল স্কুল অফ ইন্ডিয়া আর্ট' এর প্রতিষ্ঠায় সহযোগী হন। পরিণত বয়সে চিত্রশিল্পচর্চায় মনোনিবেশ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে থেকেই বলা যায় আরম্ভ করেন। ১৯৩০ -এ প্যারিস -এ তাঁর চিত্রাংকন শিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়। ১৯৩২ -এ কলকাতায় 'রবীন্দ্র চিত্রকলা' নামে একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। চিত্রাঙ্কনে তাঁর নিজস্ব শৈলী স্বীকৃতি লাভ করে।

ওকাকুরা তাঁর প্রধান। বিষয়গুলি ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ বদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কিছু রচনা ইংরাজী ভাষায় লেখেন। তিনি যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সেটি তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থেও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত গদ্যানুবাদের জন্য।

রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি মানুষ ও শিল্পের সন্ধানে ইউরোপ, আমেরিকা, চীন ও ভারত পরিক্রমা করেন। বিশ্বজনের কাছে ওকাকুরা সান জাপানকে প্রাচ্যদেশ রূপে উপস্থাপনা করেন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচন্ড আক্রমন সত্বেও। রবীন্দ্রনাথও অনুরুপভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসনকে প্রতিহত করে প্রাচ্যের গরীয়ান সভ্যতার বিষয়গুলি গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও ওকাকুরা সান প্রায় সমবয়সী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর থেকে দু বছরের বড়। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হয়েও মূলতঃ কবি ও লেখক। দ্বিতীয়জন লেখক হলেও বিশেষ ভাবে সৃজনমূলক শিল্পানুরাগী। 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ম', বিশ্ববাসী যেখানে একটি নীড়ের উষ্ণতায় একত্রিত হতে পারে সেই 'বিশ্বভারতী'র রূপকার রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরা সানের শিল্পবোধ সম্বন্ধে নিজ কন্যা মীরা দেবীকে লেখা এক চিঠিতে জানিয়েছেন ঃ ''আমরা নিজের দেশকে এবং কাজকে একটি বৃহৎ দেশ এবং কালের উপর দাঁড় করিয়ে উদারভাবে দেখতে জানিনে।...জাপানে আধুনিক শিল্পীদের জন্যে ওকাকুরা যে স্কুল করে গেছে তাতে কত কাজ চলছে তার ঠিক নেই।... সিয়াটেলে একটা স্টুডিয়োতে গিয়ে দেখলুম সেখানে জন কয়েক আর্টিষ্টে মিলে কাজ করতে লেগে গেছে। অর্থাৎ এদেশে যে কোনো মানুষকে যে কোনো আইডিয়াতে পেয়ে বসে, সেই আইডিয়াকে বৃহৎ দেশ ও কালের সঙ্গে সংলগ্ন না করে সে থাকতেই পারে না এটাই হচ্ছে এদের স্বভাব - সেই জন্যেই এরা বড়ো হয়ে উঠেছে।" এসব কথা লিখে নিজেদের সম্পর্কে সখেদে মন্তব্য করেছেনঃ ''আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, আসলে আমরা নিজের একাকিত্বের বাইরে পা বাড়াতে পারিনে-"

রবীন্দ্র রচনা এমনই বিপুল যে ভাবীকালে হয়তো বা একই রচনাবলীর সবগুলিই একজন রবীন্দ্রনাথ একা লিখেছেন - একথা এক বাক্যে স্বীকৃত হবে না। তুলনায় মাত্র তিনটি রচনা ওকাকুরা সানের গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। সেগুলো হলো The ldeals of The East (London, J. Murray, 1903), The Awakening of Japan (New york: Century 1904). Ges The Book of Tea (New york, Putnam's, 1906) রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে গ্রন্থাকারে ১৮৭৮ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ অবধি প্রকাশিত 'কবি কাহিনী' ও 'শেষ লেখা' -সহ বইয়ের মোট সংখ্যা ২০৪। চিঠিপত্র সহ আরও গ্রন্থ এখনও প্রকাশ করা হচ্ছে।

'দি আইডিয়ালস্ অফ দি ঈস্ট' গ্রন্থটি ''ওকাকুরা-র ভারতবর্ষে [তখনও ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও বর্তমান ভারত একত্রিত ছিল- লেখক] বাসকালে রচিত এইরূপ কথা প্রচলিত ছিল।" এ গ্রন্থের ভূমিকা জাপানবাসী ওকাকুরা সানের মতো আর এক ভারতপ্রেমী ভগিনী নিবেদিতা [পূর্বনাম আয়ারল্যান্ড নিবাসী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্] লিখেছিলেন। একথা এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না, ইংরেজ উপনিবেশবাদী অপশাসনে বঙ্গভঙ্গেও যে চক্রান্ত ১৯০৫ -এ হয় তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী না হয়েও ওকাকুরা সান মূল্যবান সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। নানাভাবে মানবতাবাদী এই মানুষটির ''সংস্পর্শে জাপানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত এককালে বিশেষভাবে উৎসুক" এবং ''জাপান ভ্রমনের বাসনা" জাগে তাঁর সম্পর্কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ''ওকাকুরাকে তার দেশের লোক তেমন করে চিনতেই পারেনি।"

সে যা হোক, এই গ্রন্থের প্রথম পংক্তিটি সেকালের ভারতবাসীসহ সমগ্র এশিয়াবাসীর মনে সংহতির নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ঃ Asia is one একই পরিচ্ছেদের কিছুটা স্মরণ করা যায় ঃ But not even the snowybarriers can interrupt for one moment that broad expanse of love for the ultimate and universal, which is the common thought inheritance of every Asiatic race, enabling them to produce all the great religions of the Mediterrancean and the Baltic, who love to dwell one the Particular, and to search out the mean, not the end, of life." আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর আদর্শগত মিল হয়। তাই ১৫মে, ১৯২৯ তারিখেIndustrial club, Tokyo তে Indo-japanese Association আয়োজিত সভায় Oriental Culture and Japan's Mission বিষয়ে ইংরেজিতে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে যা বলেছিলেন তার অক্ষম অনুবাদ হবে ''কয়েক বছর আগে প্রকৃত রূপে জাপানের সাক্ষাৎ পাই যখন সেই দ্বীপময় দেশ থেকে এক মহান মৌলিক চিন্তাবিদ মনীষী আমাদের কাছে আসেন। দীর্ঘকাল তিনি আমাদের অতিথি হয়েছিলেন...তাঁর কাছ থেকেই শোনা যায় প্রাচ্যের বানী... এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ... আমার ব্যক্তিগত জীবনে বারবার স্মরণীয়।" এই ভাষনে তিনি আরও বলেছেন ঃ ''তাঁর সাথে যখন আমি সাক্ষাৎ করি তখন না জানি কিছু

জাপান সম্পর্কে, না ছিল চীন সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা। এই মহান মানুষটির বক্তিগত সংস্পর্শে এসে এই দুই দেশের পরিচয় লাভ করি।" দীর্ঘ এই ভাষণে তিনি ওকাকুরা সম্পর্কে বলেছেনঃ

"আমি যাঁর কথা বলেছি আমার সেই বন্ধু ছিলেন প্রকৃত জাপানী এবং আমি নিশ্চিত তাঁর অন্তরে এই সত্য পর্যাপ্ত ছিল বলেই প্রাচ্যবাসীদের তিনি গভীর ভাবে বুঝতে পারতেন। তিনি যে কত সহজে স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশের মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগ নিতে পারতেন। শুধু তাঁদের দেশের জন্য নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁদের মনে উদ্দীপনা যে সঞ্চার করতে পারতেন তা দেখে যাওয়ার সুযোগ আমাদের হয়েছিল..."

আর আলোচ্য বইটি সম্পর্কে ঐ ভাষণে যে কয়টি কথা বলেছিলেন সেটুকু অবশ্যই উল্লেখ্য ঃ "...ভারতে ছয়মাস থাকার পর তিনি স্বদেশে ফিরে যান, কিন্তু তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তাঁর মনে যেসব অনুভূতি জেগেছিল, সে-সব তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই গ্রন্থটিতে, ইঙ্গিতময় শৈলীতে, যার নতুন নামকরণ হয় "Ldeals of the East" [১৯০৩]

সমকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আরও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বলতে চেয়েছিলেন ঃ 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' বিশ্বের বহু প্রখ্যাত মনীষী ও গুনীজনের সাথে রবীন্দ্রনাথের যোগ যেমন 'ভুবনজোড়া' ওকাকুরা সানেরও তেমনই রবীন্দ্রনাথসহ জাপানের বাইরে অস্তিত্ববাহী দার্শনিক মাটিন হাইডেগগার, কবি এজরা পাউন্ড প্রমুখের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

দ্বিতীয় এবং শেষবার এই দুই মহান প্রতিভার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে আমেরিকার বোষ্টন শহরে। তখন ওকাকুরা সান বোষ্টন মিউজিয়ামের প্রাচ্য বিভাগের কিউরেটর। সেই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত ভাষণে মন্তব্য করেন ঃ "...আমি দেখলাম বোস্টনের যেসব সংস্কৃতি সম্পন্ন আমেরিকাবাসী তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের মনে তিনি কী অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলেছেন।" কিন্তু তখনই তিনি ওকাকুরা সান - কে শারীরিকভাবে অসুস্থ দেখেন এবং তাঁর স্বদেশ জাপানে ফিরে যাওয়ার কথা শোনেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান দর্শনের তিন বছর আগেই ১৯১৩ খ খৃষ্টাব্দে ওকাকুরা সান মাত্র ৫০ বছর বয়সে প্রয়াত হন।

তাই শ্রীমতী ওকাকুরা সান ও তাঁদের পুত্রের আমন্ত্রণে দু-দিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ইদ্‌জুরা (Idzura) উদ্দেশে টোকিও থেকে ট্রেনে যান। রেলস্টেশনে নেমে তাঁরা যখন গ্রামের পাহাড়ি অসমান রাস্তা ধরে চলেছিলেন তখন অসংখ্য মানুষ ভারতবর্ষের সেই ঋষিপ্রতিম মানুষটিকে একবার চোখে দেখার জন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। গ্রামের বাড়িটির যে ঘরটি ওকাকুরা সান - এর বড় প্রিয় ছিল, সেই ঘরটিতে বসে রবীন্দ্রনাথ লেখালেখি করেন। পরে অদূরের একটি ছোট উদ্যানের পাশে ঘাসে ছায়া ওকাকুরা সানের সমাধিতে বিশ্বকবি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন এবং দেবদারু গাছের একটি চারা তাঁর বন্ধুর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে রোপণ করেন।

সেই গাছটি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি না, তা জানা নেই। তবে প্রায় একশো বছর পরে সম্প্রতি ২৩ আগষ্ট, ২০০৭-এ জাপানের প্রাধান মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান কলকাতার অদূরে বিধান নগরে পরিকল্পিত 'রবীন্দ্র - ওকাকুরা ভবন' এর শিলান্যাস করে এ কথা আরও জোরের সাথে বুঝিয়ে দিলেন, মানবতার পূজারী এই দুই মহান প্রতিভার কাঙ্খিত এশীয়া ঐক্য ও সংহতি বিশ্ব মানবিক পরিবেশ অমলিন রাখার জন্য এবং বিশ্ব শান্তি অটুট রাখার জন্য কত সুচিন্তিত ভাবে অপরিহার্য।

লেখক - পরিচিত ঃ বৃহত্তর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের অধিবাসী। জন্ম ঃ ২৯ নভেম্বর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ। মায়ের প্রেরণায় আকৈশোর মাতৃভাষা বাংলা রচনায় অনুশীলনরত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এম.এ এবং বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের একই বিষয়ে একাধিক পরীক্ষোতীর্ণ, কলকাতা ও শান্তিনিকেতন এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচারিত পত্র - পত্রিকায় তাঁর রচিত কবিতা, রম্যরচনা, প্রবন্ধ এবং বিশ্বের নানা ভাষায় রচিত মূল ছোট গল্পের বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

[পরবাস পরিবারের ডঃ আরিফা নাজনীন মাধ্যম সূত্রে পরবাস এর ঘনিষ্ঠতা]